দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUL 19 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

মেধাবী শ্রমজীবী শিশুদের উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব নেবে সরকার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শ্রমজীবী শিশুদের মধ্যে মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুকদের পড়ালেখার ব্যয়ভার গ্রহণ করবে সরকার। এজন্য বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত একটি স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৫শ' শ্রমজীবী শিশুকে এ আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে। আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এ কার্যক্রম।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের 'হার্ড টু রিচ' প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানের শ্রমজীবী বালক/বালিকাদের দু বছর লেখাপড়া করানোর ব্যবস্থা নিয়েছে। এজন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিশেষ কোর্স ডিজাইন তৈরি করেছে। শ্রমজীবী শিশুদের মধ্যে মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষা লাভে ইচ্ছুকদেরকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য মাসিক ৪শ' টাকা এবং মাধ্যমিক এসএসসি স্তরের শিক্ষার জন্য মাসিক ৬শ' টাকা আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে। এসএসসি ফাইনাল পরীক্ষার ফির জন্য এদেরকে

দায়িত্ব ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

দায়িত্ব ঃ নেবে সরকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আলাদাভাবে টাকা দেয়া হবে। এসএসসি পাসের পর ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজস্ব মেধা ও প্রচেষ্টায় মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে এজন্য ট্রাস্ট কোন আর্থিক সহায়তা দেবে না। পরিকল্পনা অনুসারে প্রাথমিক পর্যায়ে মেধাবী শ্রমজীবী বালক-বালিকা নির্বাচন করবে ট্রাস্টের সদর দপ্তর। এজন্য প্রয়োজনে পর্যায়ক্রমে স্পেশালাইজড স্কুল হিসেবে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের স্কুলগুলোকে গড়ে তোলা হবে।

পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম পর্যায়ে আনুমানিক ৫শ' ছাত্রছাত্রীকে এ কর্মসূচির আওতায় নির্বাচন করা হবে। আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন শুরু হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশের বিভিন্ন শিশুকল্যাণ স্কুলে শ্রমিক শিশুরা খুব একটা পড়ছে না। অন্য শিশুরা স্বাভাবিক প্রাথমিক স্কুলের মতো এখানে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করছে। শ্রমজীবী শিশুদের জন্য তৈরি করা পরিকল্পনা অনুসারে অন্য শিশুরা পড়ালেখা করছে। যা উচিত ছিল না বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবুও এসব স্কুল থেকে যে শ্রমজীবী শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে, তারাও আর্থিক দৈন্যদশা ও সময়ের অভাবে মাধ্যমিক স্তরে পড়ালেখা চালাতে পারে না। প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়া করা অবস্থায়ও কিছু কিছু মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীর আর্থিক অভাব ও সাংসারিক বিভিন্ন সমস্যার ফলে পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ প্রকৃত শ্রমজীবী বালক-বালিকাদের শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থায় ট্রাস্টের ৪৬টি বিদ্যালয় তেমন অবদান রাখতে পারছে না। তাই নতুনভাবে কর্মপরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে।